ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে হেফাজত ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনের নৃশংস হত্যাকেন্ডর প্রতিবাদ ও ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ।

আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা বিভিন্ন স্থান থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের পায়রা চত্বরে জড়ো হতে থাকে। সেখান থেকে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেষে মিছিলকারীরা আবারো পায়রা চত্বরে ফিরে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন, হেফাজত নেতা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাও: আবুল বাশার, মুফতি নাজমুল ইসলাম, শায়েখ জুবায়ের আহমেদসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা বলেন, ইসকন একটা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন। ইসকনের হাতে নৃশস হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ। তারা এই হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ ও অবিলম্বে ইসকন নিষিদ্ধের দাবি জানান।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে কুষ্টিয়ায় খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনকে উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে মসজিদে হামলা ও চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার

নেতৃবৃন্দ।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) বাদ আসর শহরের বড়বাজার মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে খেলাফত মজলিসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয় বড় মসজিদ, বড় বাজার জামে মসজিদসহ আশেপাশের মসজিদের মুসল্লীরা যোগ দেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

মিছিলে’, ‘নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার’, ‘ইসকনকে নিষিদ্ধ কর, করতে হবে করতে হবে’ এমন নানা স্লোগান দেন মুসল্লীরা।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাকিম, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের সভাপতি মাওলানা শারাফাত হুসাইন, তরুণ গবেষক এবং বিশ্লেষক আবু মিরাজ রুদ্র (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল অফ বিজনেস) প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিগত সরকার আলেমদের অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে। তবে তারা ইসকনকে লালন করেছে। ইসকন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত করে মসজিদে হামলা করছে, আইনজীবীকে হত্যা করেছে। তাদের অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

তারা বলেন, ইসকনকে নিষিদ্ধ না করলে তৌহিদী জনতার আন্দোলন আরও বেগবান হবে তখন সরকারকে বেকাদায় পড়তে হবে। সময় থাকতে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভ মিছিলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার ও চাকরী পুর্ন:বহালের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে শহরের পায়রা চত্তরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ও জেলা ক্ষতিগ্রস্থ বিডিআর সদস্যদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে চাকুরীচ্যুত বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবারের লোকজন অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে বিএম কামরুজ্জামান, হাবিলদার আলিফ হোসেন, মনিরুল ইসলামসহ সংগঠনটির অন্যান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় সিমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে স্বৈরাচারী তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকার পরিকল্পিতভাবে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। তাদের হত্যার পুন:বিচার ও সেসময়ে চাকুরীচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরী পূন:বহালের দাবি জানান।

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন

প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবীতে আলমডাঙ্গায় শিক্ষকরা মানববন্ধন কর্মসুচী পালন করেছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা গেট প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্কুলের কয়েকশ’ শিক্ষক

এ মানব বন্ধন কর্মসুচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন কর্মসুচীতে বক্তাগণ বলেন,আমরা প্রাথমিক সহকারি শিক্ষকরা অবহেলিত। দেশে আজ বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা হচ্ছে। আজকে আমরা যে বৈষম্যের শিকার, বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই বৈষমের হাত থেকে মুক্ত করে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন করতে হবে।

মানববন্ধন কর্মসুচী উপস্থিত ছিলেন সহকারি ইকবাল উদ্দিন আহম্মেদ, হাফিজুর রহমান, হাসান সাজিব হাবিব,শান্তনু চক্রবর্তী, রবিউল ইসলাম, আনিসুজ্জামন, জহুরুল ইসলাম, আলিহিম গুরু, হাসানুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, রিজভী আহম্মেদ, তবিবুর রহমান প্রমুখ।

গাংনীতে মুল নকসা বাস্তবায়ন ও গোল চত্তরের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মেহেরপুর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে দৃষ্টি নন্দন গোল চত্বর নির্মাণ,রাস্তার মাঝ থেকে যাত্রী ছাউনি ও দোকান অপসারণ এবং একনেকে অনুমোদিত প্রকৃত নকশায় সড়ক প্রসস্তকরন কাজের দাবীতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে গাংনী বাজার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।
আজ শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করা হয়।
গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিভিন্ন শেনী পেশার মানুষ । দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি।
বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান মানিক,মাহাবুবুর রহমান স্বপন, বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন,
সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামান, উপজেলা যুব দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, যুবদল নেতা সালাউদ্দিন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা জানান,মেহেরপুর – কুষ্টিয়ার প্রায় ৪৫ কিলোমিটার
সড়ক প্রসস্তকরন কাজ শুরু করেন মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগ।
মেহেরপুর অঞ্চল এবং কুস্টিয়া অঞ্চলে কাজ শুরু করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সে লক্ষে ২০২৩ সালের শেষের দিকে সড়ক বিভাগ সড়কের দুই দিকের বড়বড় শতবৎসরের গাছ কেটে সড়কের দুপাশ পরিষ্কার করা হয়। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি উচ্ছেদ কার্যক্রম চালায় সড়ক বিভাগ। সে সময় সড়কে অবস্থিত জেলার প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি অপসারণ করা হয়। অপসারনের হাত থেকে রক্ষা পাইনি মসজিদ ও ইদগাহ ময়দানের প্রাচীরও। এখানে রাস্তা প্রসস্তকরনে জনগনের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে একক ভাবে ব্যাক্তি স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী,মনগড়া ও দায়সারা কাজ শেষ করতে চাওয়ায় জনগন দাবী নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়। বাসস্ট্যান্ডের এই যাত্রী ছাউনি অপসারন না করে সড়কের কাজ শেষ করা
হলে বাসস্ট্যান্ডে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটবে বলেও দাবী করেন
বিক্ষোভকারীরা।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ ও মেহেরপুর
জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর বরাবর স্বারক লিপি দেয়া হয়।
ব্যবসায়ীদের সাথে সাধারণ মানুষও বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা সড়ক বিভাগ,জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন সকলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন।
গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী আলাল উদ্দিন রেন্টু বলেন, বর্তমান বিচার বিভাগ,জেলা প্রশাসন,জেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন আছেন সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য। অথচ সড়ক বিভাগ রাস্তা প্রসস্তকরনের আগে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ভেংগে দিয়েছে। অথচ গাংনীর হাজারও মানুষের চাওয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সড়ক বিভাগ গাংনী বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি নামক একটি ফলের দেকানে এসে স্থবির হয়ে পড়ছে। সড়ক বিভাগের এমন উদাসীনতা ও প্রশাসনের এমন ঢিলেঢালা মনোভাব দেখে হাজার মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নেতিবাচক নানা প্রশ্ন।
গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন বলেন, জেলা পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,জেলা প্রশাসন,উপজেলা প্রশাসন, সড়ক বিভাগ সবই জনস্বার্থে কাজ করেন। গাংনী উপজেলার প্রাণকেন্দ্র গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড। এখানে ত্রিভুজাকৃতির একটি সড়ক নির্মানের নকশা রয়েছে। সর্বসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে জেলা পরিষদের চুক্তি খুব সহজেই বাতিল করা যায়। এখানে টার্নিং পয়েন্ট টি পরিস্কার করা না হলে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটবে এবং যে উদদেশ্যে সড়ক প্রসস্তকরন করা হচ্ছে সেই সুফল থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকবেন।
গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন বলেন,যাত্রী ছাউনি অপসারনের দবীতে বাজারের সকল ব্যাবসায়ীরা রাস্তায় নেমে অবরোধ কর্মসুচী ও বিক্ষো করেন। এতে বাজারে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। আমি

বিষয়টি জেনে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন না ঘটে সেজন্য সাথে আ: মালেক স্টোরের নিরাপত্তার কথা ভেবে সাময়িক সময়ের জন্য দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়।
গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, সড়ক বিভাগ ও জেলা পরিষদ মানুষের সাথে লুকোচুরি খেলছে। মেহেরপুর থেকে শুরু করে খলিশাকুন্ডি পর্যন্ত সব অবৈদ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৩ টি যাত্রী ছাউনি ভাঙ্গা হয়েছে। এমনকি রাস্তার পাশে থাকা মসজিদ ও ইদগাহ ভাংগা হয়েছে। অথচ গাংনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী ছাউনি ও একটি দোকান কেনো ভাংগা হয়নি। তা জানতে চাই গাংনীর মানুষ।
ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন,মেহেরপুরে দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর কাছে স্বারক লীপী দেয়া হয়েছে। বেশ কয়কদিন অতিবাহিত হলেও সাধারন মানুষ তার কোন সুফল পাইনি। যার ফলে মানুষকে আন্দোলনে বাধ্য হতে হয়েছে। একক ক্ষমতাকে প্রাধান্য না দিয়ে জনগনের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে যে কোন অস্থিশীল পরিস্থিতির জন্য উপজেলা প্রশাসন দায়ী থাকবেন। গাংনী উপজেলা ন্র্বিাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, আজ সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাজারের ব্যাবসায়ী ও সাধারণ মানুষ যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করেন। এসময় রাস্তায় গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে রাখে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত সকলের কথা শুনেছি এবং তাদের সাথে কথা বলেছি। এটি একক বিষয় নয়। সড়ক বিভাগ,জেলা পরিষদ জড়িত। ব্যাবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলেচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান দেয়া হবে। জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ শান্ত করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন,আমি বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যাত্রী ছাউনি অপসারনের দাবীতে বিক্ষোভ করছেন এ বিষয়টি আমাকে ইউএনও জানিয়েছে। সকলকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধান করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি

দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

চুয়াডাঙ্গায় মোটরযান চালকদের লাইসেন্স নবায়নের দাবীতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় মোটরযান চালকদের লাইসেন্স নবায়নের দাবীতে মানববন্ধন করেছে পেশাদার মোটরযান চালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। আজ শনিবার (৩১ আগস্ট) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে ভুক্তভোগী পেশাদার মোটরযান চালকরা বলেন, পেশাদার চালকদের লাইসেন্স নবায়নের আবেদনের ফাইল বিআরটিএ অফিসে কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে। আঙুলের ছাপ দিয়েও লাইসেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। জন্ম তারিখ সংশোধন করে চালকদের লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য বিগত এক বছরে চারবার তারা মানববন্ধন করেছে। আঙুলের ছাপ দেয়া পেশাদার চালকদের লাইসেন্স তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে থাকা জন্ম তারিখের সঙ্গে অমিল থাকায় আঙুলের ছাপ দেয়া প্রায় ৫০ জন চালকের লাইসেন্স দীর্ঘদিন যাবৎ প্রিন্ট হচ্ছিল না। এরপর মানববন্ধন ও আন্দোলনের কারনে জন্ম তারিখ সংশোধন কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু যাদের কারনে

মানববন্ধন করা হয়েছিলো, তাদের লাইসেন্সগুলো এখনও পর্যন্ত স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট হয়নি। ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিলো। এই প্রজ্ঞাপনের পরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন ২০১৬ সালে হয়েছিলো এবং মানববন্ধন ও আন্দোলনের পরে ২০২৩ সালে একটি অনুমোদন দেওয়া হয়। যে অনুমোদনের কারণে সমস্ত জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক চালকদের লাইসেন্স প্রিন্ট করা হয়। কিন্তু যে সকল লাইসেন্স প্রিন্ট হতে বাকী ছিলো সেই সকল লাইসেন্সের একটি তালিকা সদর কার্যালয়ে ও অন্যান্য দফতরে প্রেরণ করা হয়েছিলো। উক্ত দপ্তরগুলো তালিকা চেয়ে তালিকা অনুযায়ী কাজ শেষ না করে তালিকাভুক্ত লাইসেন্সগুলো পূর্বে অনলাইন থেকে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে রাস্তায় গাড়ি চালাতো এবং চালকরা তাদের জীবিকা অর্জন করতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে প্রশাসনিক কিছুটা সুবিধা পেত। কিন্তু তালিকা দেয়ার পর উক্ত লাইসেন্সগুলো মনে হয় কোনো আক্রোশে রেফারেন্স রিমার্কে ফেলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে জনগণকে ভুল বোঝানোর মতো প্রতারণা করা হয়েছে। যার কারনে এই লাইসেন্সগুলো অনলাইন কপি আর দেখা যাচ্ছে না। এই চালকদের লাইসেন্সগুলো যে রেফারেন্স রিমার্কে ফেলেছে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাদের ভলিউম ও রেকর্ড পরীক্ষা পাশের রেজুলেশন সব ঠিক আছে, জন্ম তারিখের জন্য চালকরা স্ত্রী সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অনেকের ছোট বড় স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বিআরটিএ সদর কাযার্লয়ের দূর্ণীতিগ্রস্হ কর্মকর্তাদের অতিদ্রুত বদলী করা উচিত বলে চালকরা মনে করে। যে দেশে বৈধ চালকের চেয়ে অবৈধ চালকের সংখ্যা একেবারে কম না, সে দেশে বৈধ চালকদের লাইসেন্সগুলো সমস্যা সমাধান করে দিতে অসুবিধা কিসের? মানববন্ধনে কয়েক দফা দাবীর মধ্যে যাদের নন স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স ছিলো তাদের লাইসেন্স স্থানীয় বিআরটিএ অফিস থেকে ভলিউম ও রেকর্ড দেখে এক্সেল করার একটি সুযোগ প্রদান করেছিলো। কিন্তু ওই সুযোগটা কবে এসেছে আর কবে শেষ হয়েছে এটা বোধগম্য ছিলো না। এই নন স্মার্ট কার্ডগুলো এক্সেল করার মাধ্যমে লাইসেন্সগুলোর স্মার্ট কার্ড করার জন্য আবারো এক মাসের জন্য এই সুযোগটা প্রদান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ সারা বাংলাদেশে এই সকল চালকদের পরিবার পরিজন নিয়ে রাস্তায় বসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এম.জেনারেল ইসলাম, ট্রাঙ্কলড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি

সিরাজুল ইসলাম ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রানা ইসলাম।

মানববন্ধনে ছাত্র-ছাত্রী, চালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, লেখক, নিরাপদ সড়ক চাই ও শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণসহ দু’দফা দাবীতে সংবাদকর্মী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়েছে জেলা সাধারণ সাংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল রবিবার দুপুর ৩টায় জেলার সাধারণ সংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা দু’দফা দাবী জানিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হয়।

এসময় তারা প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পৃক্তকরণ ও সাধারণ সংবাদকর্মীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দু’দফা দাবি পেশ করেন। এ দাবীতে তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন প্রাব বিস্তার করে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবকে কুক্ষিগত করার পায়তারায়, যোগ্যদের প্রেসক্লাবে অর্ন্তভূক্তকরণ করা হয়নি। তাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করে, বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

আন্দোলনকারী গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সর্বশেষ নির্বাচনের পর নির্বাচিত কমিটি ক্লাবের সদস্য ব্যতীত সকল গণমাধ্যমকর্মীদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব জেলার সাধারণ সাংবাদিকদের অধিকার হরণ করে স্বার্থান্বেষীভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। প্রকৃত সাংবাদিকদের বাইরে রেখে দলীয় প্রভাবের মাধ্যমে ক্লাবকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। সরাসরি রাজনীতি করে ও দলীয় সমর্থনে নির্বাচিত পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদ প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির পদে রয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হাশেম ও মুহাম্মদ আতিয়ার রহমান এবং একই প্রতিষ্ঠানের শারীরিক প্রশিক্ষক ইসলাম রকিব সরকারি চাকরী ও এমপিওভুক্ত চাকরী করেও এ ক্লাবের নির্বাহী পদে আছেন। শুধু তাই নয়, ক্লাবের গঠনতন্ত্র না মেনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বছরের পর বছর যোগ্য সংবাদকর্মীদের সদস্য পদ দেয়া থেকেও বিরত রয়েছে প্রভাবশালী কয়েকজন। ক্লাবের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের দু’জন করে প্রতিনিধিকে সহযোগী সদস্য করে অর্ন্তভূক্ত করার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। তবে অযোগ্যরা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অনায়াশেই ক্লাবের সদস্য পদসহ গুরত্বপূর্ণ পদেও স্থান পেয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব নিরপেক্ষ করার জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, গণমাধ্যমকর্মীদের এ আন্দোলনে সম্মতি জানিয়েছেন। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার দাবী তাদেরও। এতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গার অন্যতম সমন্বয়ক সাফ্ফাতুল ইসলাম। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যকর্মী ভাইয়েরা সত্য প্রকাশে কাজ করেন। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আমরা দেখেছি যারা সত্য প্রকাশে কাজ করতে চেয়েছেন তাদেকে বাধা দেয়া হয়েছে। প্রেসক্লাব থেকে আমাদের ন্যয্য দাবীতে করা আন্দোলনে কোন প্রকার সহযোগীতা করা হয়নি। ক্ষমতাসীন দল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাবের স্থান থাকায় ক্লাবের নেতৃত্বস্থানীয় সংবাদকর্মীরা অন্য সাধারণ সংবাদ কর্মীদের কাজেও বাধা সৃষ্টি করেছে। আমরা চাই স্বচ্ছ প্রেসক্লাব, যেখানে সকলের সমঅধিকার থাকবে। সত্য প্রকাশে সংবাদকর্মীরা থাকবেন নির্ভীক। আমরা ক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণে যোগ্যদের স্থান দেয়া ও পূর্বের কমিটি ভেঙে আহ্বায়ক কমিট গঠন করাসহ দু’দফা দাবী জানাচ্ছি। অন্যথায় আমরা পরবর্তী বৃহৎ কর্মসূচি নিয়ে ক্লাবের সামনে সমবেত হবো।

এদিকে, গণমাধ্যমকর্মীদের প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচীর খবর পেয়ে সেখানে আসেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি। তিনি সাংবাদিকদের দাবী মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফও আসেন। তারা সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের তাদের দাবী পুরণে আশ্বস্থ করেছেন।

তবে আন্দোলনরত গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়েছে, দাবী মেনে

না নেওয়া হলে, আজ সোমবার (১২ আগস্ট) বৃহৎ কর্মসূচী দেয়া হবে। ক্লাব ঘেরাও থেকে শুরু করে কয়েকজন দলীয় ব্যক্তিদের সদস্য পদ বাতিলের দাবিও উঠতে পারে। ইতোমধ্যে এ আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন, চুয়াডাঙ্গার জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিকরাসহ উপজেলা পর্যায়ের গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন প্রেসক্লাব।

আন্দোলনে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে সাংবাদিক হুসাইন মালিক, মাহফুজ মামুন, সুস্থির আজাদ, আহসান আলম, সাঈফ জাহান, মেহেরাব্বিন সানভী, আলমগীর হোসেন, আজাদুল ইসলাম আজাদ, এফ.এ.আলমগীর, রুদ্র রাসেল, বজলুল আলম জীবন, সাইফুল ইসলাম, সাকিবুর রহমান সাকিব, সাকিব আল হাসানসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

ধর্ষককে গ্রেফতারের দাবীতে আলমডাঙ্গা প্রসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাস বাগুন্দা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ধর্ষক আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে লিখিত সংবাদ সম্মেলন করেন ধর্ষিতার পক্ষে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডঃ মানি খন্দকার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মানবতা ফাউন্ডেশনের গন সংযোগ কর্মকর্তা হাফিজ উদ্দিন হাবলু,অপারেশন অফিসার এ্যাডঃ জিল্লুর রহমান জালাল,মোটিভেশন অফিসার জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর।

বেলা বারোটার দিকে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ফাতেমা খাতুনের পক্ষে মানি খন্দকার লিখিত বক্তব্য বলেছেন আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন (২০) পিতা মৃত খেদের আলী মাতা মোসাম্মৎ মর্জিনা খাতুন শংকরচন্দ্র, থানা চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা চুয়াডাঙ্গা, এপি বাসা নম্বর ২৭৪ (ছাপাখানা মোড়) থানা মিরপুর মডেল ঢাকা জন্ম নিবন্ধন নম্বর ২০০৪১৮১২৩৭১১২৭২৯৬,মোবাইল নাম্বার ০১৯৯৯৫৬১৪১৪,আমার মা ও ভাবিকে

সঙ্গে নিয়ে থানায় আসিয়া আসামি ১। আলাউদ্দিন (৪৩) পিতা মোহাম্মদ রমজান আলী মাতা সাহিদা বেগম, সাং খাস বাগুন্দা,থানা আলমডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ৬৪৫৮২৯৩৬৫৮ এর বিরুদ্ধে এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছে যে,আমার বাবা মারা যাওয়ার পর সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে আমার মা আমাকে আমার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী মোসাম্মৎ সুলতানা ইভা এর বাসায় রাখেন। আমি প্রায় ১৩ বছর ধরে আমার ভাবি মোছাম্মৎ ইসমাত সুলতানার সাথে তার বাসায় বসবাস করিয়া আসতেছি।চাকরির সুবাদে আমি ভাবির সাথে মিরপুর মডেল থানাধীন (ছাপাখানা মোড়)বাসা নম্বর ২৭৪ তে বসবাস করি। আসামি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ৪৩, আমার ভাবি মোসাম্মৎ কিসমত সুলতানা এর আমেরিকান প্রবাসী আপন শাশুড়ি

মোছাম্মদ নাদিরা বেগমের দ্বিতীয় স্বামী হাওয়াই প্রায়ই উক্ত বাসায় যাওয়া আশা করতে থাকেন। আসামি বাসায় আসিয়া প্রায়ই অবস্থান করিতেন। আমার ভাবি উপজেলা কৃষি অফিস নারায়ণগঞ্জ, ঢাকায় কর্মরত এবং তাহার স্বামী বেসরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায় একা রেখে যেতেন। তার স্ত্রী সরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায় একা রেখে কর্মস্থলে যাইতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ১৫/২/২০২৪ তারিখ সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময় ভাবি ও তার স্বামী আমাকে ও তার সৎপিতা আসামিকে ঢাকা মিরপুর থানাধীন ছাপাখানা মোড় বাসা নম্বর ২৭৪(৬তলায়) এর বাসায় রাখিয়া তাদের দুই সন্তানকে দিয়ে অফিসে যান। একই তারিখ বেলা অনুমান ১১ টার সময় আমি বারান্দায় বসে থাকা অবস্থায় আসামি আমাকে কাজের কথা বলিয়া রুমে ডেকে নিয়ে যায়।

একপর্যায়ে স্ত্রী আমেরিকার প্রবাসী হাওয়াই, আসামির স্ত্রী তাহাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে বলে প্রলভন দেই,বলেন আমি বিদেশ চলে গেলে তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া সহ আমার নামের সম্পত্তি দিয়া ও আমাকে বিবাহ করবে বলিয়া বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া আমার পরণে থাকা সালোয়ার কামিজ খুলিয়া ধর্ষণ করেন। এরপর হইতে আসামি বিভিন্ন সময় উক্ত সময় আসিয়া আমাকে বিবাহের প্রলভন দেখাইয় ধর্ষণ করতে থাকেন। আসামি সর্বশেষ গত ৮/ ৫/ ২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আমাকে উক্ত বাসার আসামির স্বয়ন কক্ষের মধ্যে ধর্ষণ করে।পরবর্তীতে আমি অন্তঃসত্তা হইলে বিষয়টি আমার ভাবিকে বিস্তারিত জানালে ভাবি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া আমার মা ও ভাই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করেন ঘটনার বিস্তারিত আমার মা ভাই ও পরিবারের সাথে আলোচনা করিয়া তাহাদের সহায়তায় মিরপুর মডেল থানায় আসিয়া এজাহার দাখিল করি।মীরপুর মডেল থানার শিশু নির্যাতন

মামলা নং২৬ তারিখ ৯/৬/২৪।বাদী মোছা ফাতেমা খাতুন।

ঝিনাইদহে মিন্টু’র মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম, কেসি কলেজ থিয়েটার, সচেতন নারী সমাজ, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, নবগঙ্গা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, জাগরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বায়ক দীপ্তি রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শান্ত জোয়ার্দ্দার, হাসিবুর রহমান শিপন, পৌর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানাজ পারভীন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক অমিয় মজুমদার অপু, জাতীয় মহিলা সংস্থার সমস্য নাজমা সাজেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সেসময় বক্তারা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে দাবী করে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী জানান।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যা ঘটনার দায়েরকৃত অপহরণ মামলায় গত ১১ জুন সাইদুল করিম মিন্টুকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।